ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, February, 2026, Page No. 65- 70
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.271

ছেঁড়াতার: শাস্ত্রের অন্তরালে ভিন্নভাষ্য

ড. কঙ্কণ দত্ত, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, সামসি কলেজ, সামসি, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 06.01.2026; Accepted: 09.02.2026; Available online: 28.02.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Tulsi Lahiri's play *Chheratar* (The Torn String) is set against the backdrop of a contemporary famine. In the drama, the love between Rahim and Fuljan gradually becomes helpless amid the devastating famine, and the artistic portrayal vividly presents how their attempts to resist this helplessness ultimately prove futile. The play highlights how the famine intensifies the familial crisis of Rahim and Fuljan.

In *Chheratar*, both scripture and love are distinctly present. Due to ignorance of religious law, a storm descends upon their love; yet that very love does not remain confined within scriptural boundaries. Even while acknowledging scripture, it blossoms with great intensity. The love between Rahim and Fuljan is marked by crisis, conflict, and emotional oscillation. They had been living a peaceful married life, but rural exploitation combined with a terrible famine devastates their household.

Out of ignorance regarding religious injunctions, Rahim mistakenly divorces Fuljan by pronouncing talaq. However, bound by deep affection, he cannot endure the separation from her. Ultimately, he embraces death. In the lives of Rahim and Fuljan, love emerges as an innovative interpretation beyond the rigid confines of scripture.

Keywords: Modern drama, Rahim, Fuljan, crisis, famine, Hadith, wounded, love, beloved (Dilruba), divorce (talaq), suicide, exploitation, individual crisis, suffering, scripture

তুলসী লাহিড়ী তাঁর 'ছেঁড়াতার' নাটকটি রচনা প্রসঙ্গে কোনো এক সময় জানান তৃপ্তি মিত্রের তাগিদে দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে নাটকটি রচনা করেছিলেন অর্থাৎ 'ছেঁড়াতার' নাটকটিতে দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপট প্রদর্শিত করাই ছিল নাটককারের মূল লক্ষ্য। কিন্তু এই লক্ষ্যে স্থিত থাকলে নাটকটি শিল্পিত রূপ পেত না। ইতিপূর্বে তিনি 'দুঃখীর ইমান' নাটকে দুর্ভিক্ষের বাস্তব চিত্র অঙ্কন করেছেন ঠিকই কিন্তু তা কেবলমাত্র দুর্ভিক্ষের চিত্রেই সীমায়িত হয়ে রয়েছে। সফল নাটকের রূপায়িত হয়নি। 'ছেঁড়াতার' নাটকটি উদ্দেশ্যমূলক হয়েও রহিম ও ফুলজানের প্রেমের চিত্র ব্যক্তি সংকটের মধ্য দিয়ে নবতর মাত্রা পেয়েছে। নাটকটি ১৯৬০ সালে নিউ এম্পিয়ার থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। গণনাট্য আন্দোলন থেকে শম্ভু মিত্র সহ বেশ কয়েকজন শিল্পী বেরিয়ে এসে নবনাট্য আন্দোলনের সূচনা করেন। নবনাট্য আন্দোলনের সূচক বহুরূপী ছেঁড়াতার নাটকের মধ্য দিয়ে তাদের আন্দোলনকে চূড়ান্ত রূপ দেয়। নবনাট্য আন্দোলনের মূল কথা শিল্প ও জনগণের মেলবন্ধন ছেঁড়াতার নাটকে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। নাটকটির বিষয় সমকালীন দুর্ভিক্ষ নির্বাচিত হলেও রহিম ফুলজানের প্রেম এখানে

শিল্পসূত্রে অঙ্কিত হয়েছে অভিনব মাত্রায়। নাটকটিতে রহিম নায়ক এবং নায়িকা তার স্ত্রী ফুলজান। ফুলজান চরিত্রটির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহিসংঘাত নানা মাত্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মন্বন্তর নাটকের মূল কথা হলেও রহিম ফুলজানের প্রেম এখানে চিত্রিত হয়েছে ভিন্নভাষ্যে।

তুলসী লাহিড়ী ছেঁড়াতার নাটকে রহিম ও ফুলজানের প্রেম প্রথম অঙ্ক থেকেই একটি ফ্রেমের মধ্যে তুলে ধরেছেন। ক্যানভাসে বিভিন্ন রঙের সমাহার থাকলেও মূল রঙ ফুলজানের প্রেমকে কেন্দ্র করেই ফুটে উঠেছে। নাটকে রহিম ও ফুলজানের প্রেম গড়ে উঠেছে তাদের দুজনের কথপোকথনে, রহিমের ফুলজানকে জুতো পড়ানোর আনন্দে এবং জীবনের অনেকটা সময় নানান প্রতিকূলতায় অন্যভাবে কাটিয়ে দেওয়ার উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে। দেখা গেছে নাটকটিতে আকাল একটি অন্য মাত্রা বহন করেছে। মানুষের জীবনে বার বার নেমে এসেছে আকালের মতন বিপর্যয়, মানব জীবনের নানান আনন্দ ও বিচিত্র রঙ ম্লান হয়ে যাওয়ার জন্য। বিপর্যয় এখানে অন্য মাত্রা বহন করেছে। এই বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত হয়ে অনেকেই আবার নিজের বউকে পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছে। এত প্রতিকূলতার মধ্যেও রহিম-ফুলজানের প্রেম সুললিত মাত্রায় ফুটে উঠেছে। জীবনের প্রতিকূলতায় রহিমের সুর নানান ভাবে বিধ্বস্ত। তবু তার ভেতরে ফুলজানের জন্য প্রেমের যে সুর প্রতিনিয়ত বেজে চলেছে সেই সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে জীবনের গানের মধ্যে।

তুলসী লাহিড়ী ছেঁড়াতার নাটকে সংগীতের ব্যবহার করেছেন যথেষ্ট সচেতন ভাবে। এই সচেতনতা থেকেই ছেঁড়াতার নাটকে ছয়টি সম্পূর্ণ গান এবং একটি তিন পংক্তির গান উপস্থাপন করেন। নাটকে প্রধান চরিত্র রহিম সংগীত রসিক। শুধু তাই নয় সংগীত এখানে অর্থনৈতিক দিক থেকেও মূল্যবান সেকথাও নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে। অর্থাৎ সংগীত এই নাটকে একটি চরিত্র হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। নাটকে দ্বিতীয় গান 'ফালিচান্দের নাও' মহিম ও রহিমের আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন। ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা রহিমের জীবনে নতুন ব্যঞ্জনা নিয়ে এসেছে। বলা যায় তার জীবনের সংকট গড়ে উঠেছে মূলত তার ঐকান্তিক ভক্তিকে কেন্দ্র করেই।নাটকটিতে প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে একটি তিন পংক্তির গান রয়েছে যেখানে রহিম ফুলজানের নিবিড় ভালোবাসার কথা স্পষ্ট। একই সঙ্গে রয়েছে ভালোবাসা জনিত অতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা।

রহিম বিভিন্ন বাধার মাঝেও নিজের জীবনের ক্যানভাসকে সুন্দরভাবে রঙের তুলিতে রাঙিয়ে তুলেছেন। গানের সুরের উচ্ছ্বাসে আনন্দে রহিম উৎফুল্ল থাকলেও এই বিষম সমাজ ব্যবস্থা তার উৎফুল্লতায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আর্থিক নানান অভাব তার জীবনের সংকটকে নামিয়ে এনেছে। সেই সংকটে রহিমের সুর বারে বারে কেটে যায়। তবুও তার প্রেমের রঙ কখনো ম্লান হয়নি। সেই রঙেই রহিম তার অন্তরের ধ্বনিকে বাজিয়ে তোলেন আনন্দময় সংগীতময়তায়। রহিম মাঝে মাঝে সংগীতের সুর ভুল করে ফেললেও তবু তার প্রেমের রঙ উজ্জ্বল হয়ে থাকে। মূর্ত-বিমূর্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকেও ভুল করে ফেলা সুরে অসহায় রহিম। আকালের কারণে দিশেহারা হয়ে রহিম ফুলজানকে তালাক দিলেও পুনরায় তাকে গ্রহণ করতে বাধা পেলে তা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়। ট্রাজেডির এক করুণ পরিস্থিতি নেমে আসে রহিম ও তার পরিবারে।

নাটকে রহিম প্রথম থেকেই হাকিমুদ্দি দ্বারা রচিত নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সক্রিয় থেকেছে। কিন্তু এই বিরুদ্ধ পরিস্থিতি বুঝতে গিয়েই সে ভুল করে ফুলজানকে তিন তালাক দিয়েছে। ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞনতাই ফুলজান ও তার জীবনের ট্রাজেডি বড় আকার ধারণ করেছে। কিন্তু ট্রাজেডির নায়কের মত সে প্রতিরোধাত্মক হয়ে ওঠে এই 'ভুলের মাশুল' দেওয়ার জন্য। ট্রাজিডিতে অ্যারিস্টটল Pity ও Fear-এর উপর গুরুত্ব দেন কিন্তু অধ্যাপক অ্যালারডাইস নিকল Pity- র পরিবর্তে মহৎ অনুভূতি জাগরণের কথা বলেন। ছেঁড়াতার নাটকে রহিমের তালাক দেওয়া পাঠক বা দর্শক মনে করুন রসের সঞ্চার ঘটায়, ব্যক্তিগত

অজ্ঞাত জনিত ভ্রান্তি ও দুর্বলতার প্রেক্ষিতে রহিমের প্রতিরোধে মহত্ব জাগে না। ছেঁড়াতার নাটকের কাহিনীবৃত্ত কার্যকারণ পরম্পরা সূত্রে বিধৃত। অ্যারিস্টটলের মত অনুযায়ী আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত। তিনাঙ্ক নাটকের প্রথম অংকের তিনটি দৃশ্যে রহিম ফুলজানের নৈকট্য এবং হাকিমুদ্দির ষড়যন্ত্রে রহিমের বিপর্যস্ত কাহিনীবৃত্ত। আর জটিলতার ভিত্তি মন্বন্তর ও আকালের ফলে রহিমের পারিবারিক ট্রাজেডির সূচনা ঘটেছে দ্বিতীয় অংকে। মন্বন্তর ও শোষণ থেকে বাঁচবার আকাঙ্খায় রহিমের ফুলজানকে তালাক দেওয়া নাটকটিতে করুন রসের সৃষ্টি করেছে। নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় রহিম ও ফুলজানের বিচ্ছেদের কারণে মনস্তাত্ত্বিক সংকট প্রবল হয়ে উঠেছে। তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের প্রথমে এই সংকট দূর করার জন্য কানাফকিরের সঙ্গে ফুলজানের বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। আর ঠিক এখান থেকেই দেখা যায় নাটকে ঘটনা বিপরীতমুখী রূপ ধারণ করে। উত্তেজিত রহিম দিলরুবার তারে সুর লাগাতে গেলে ছেড়ে যায় তার। দ্রুত ঘরে প্রবেশ করে সে আত্মহত্যা করে। রহিমের পারিবারিক জীবন প্রথমে সুখ থেকে দুঃখে, দুঃখের নিবৃত্তির অন্বেষণ থেকে তার প্রতিরোধ স্পৃহা এবং শেষ পর্যন্ত চরম দুঃখে পর্যবসিত হওয়ার মধ্যে রহিম ও ফুলজানের জীবনে করুণ পরিস্থিতি নেমে আসে।

ছেঁড়াতার নাটকটিতে একদিকে রয়েছে ফুলজান অন্যদিকে রহিম। তাদের মাঝখানে রয়েছে একরাশ স্তব্ধতা, যাকে হাদিজের ভয় বলে প্রতিপন্ন করে দেয় কেউ কেউ। আসলে তা হল শাস্ত্র সম্পর্কে এক ধরনের অজ্ঞানতা। তবুও এই অজ্ঞানতা নিয়ে কয়েক মাস পর রহিম নিজের জীবনের সুরকে বাঁধতে চেয়েছিল কিন্তু ততদিনে তার প্রেমের ফ্রেমে নানা ফাটল ধরেছে। নিজেরাই নিজেদের দ্বন্দ্বে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। কিন্তু তবুও তাদের মধ্যে প্রেম ছিল, নানা আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল। নতুন করে তাদের হৃদয়ের দিলরুবার তার বাঁধার দক্ষতা তাদের জানা ছিল না। কানাফকিরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে পুনরায় তাকে নিকে করার পদ্ধতি অবলম্বন করলেও রহিম কিন্তু তার প্রেমকে হৃদয়ের অন্তস্থলে সংরক্ষিত করে রেখেছিল। প্রেমের কারণে সে কানা ফকিরের সঙ্গে ফুলজানের শয্যা-সঙ্গিনীর কথা ভাবতেও পারে না। এখানেই তার প্রেম মহৎ পর্যায়ে উন্নীত হয়ছে।

ছেঁড়াতার নাটকটিতে ফুলজান চরিত্রটি একটি অন্যতম মাত্রা বহন করেছে। নাটকটিতে প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে তার যে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে সেখানে তিনি সহজ সাধারণ গায়ের বধু হিসেবেই পরিচিত। তার স্বামী রহিম শহর থেকে তার জন্য জুতো কিনে নিয়ে এলে তার কাছে সেটি বিলাসিতা বলে মনে হয়। তিনি শহরের এই ধরনের অভ্যাসের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে চান না। তার মনে হয়েছে-

"হামরা যে গরীব মানুষ। যে টাকা জুতা কিনতে লাগে তাতে যে কত কিছু হবার পারে।"[১]

সাধারণ গৃহস্থ্য নারীর মতোই তার ভাবনাচিন্তা, সংসারের অভাব অনটন দূর করা যায় কীভাবে তা নিয়েও সে চিন্তিত। সংসারের সম্পদ রহিম সংগ্রহ করে, সংরক্ষণের ফুলজনের সক্রিয়তা অধিক। শাশুড়ির প্রতি সম্ভ্রমবোধ, রহিমের প্রতি নিবিড় প্রেমবোধ এবং সন্তান বাৎসল্য- সাধারণভাবে যেটুকু আশা করা যায় তা ফুলজানের চরিত্রে রয়েছে। ফুলজান সহজ সাধারণ নারী হলেও মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ প্রবল। তাই সে সন্তানের খিদা নিবারণের জন্য হাকিমুদ্দিন বাড়ি গেলেও বাড়ির ভেতরে গিয়ে সে খায়নি। কিন্তু রহিম তালাক দিলে দেখা যায় ফুলজান অসহায় হয়ে শেষ পর্যন্ত হাকিমুদ্দির বাড়িতে খেয়ে মর্যাদা নষ্ট করে। রহিমের বেদনার শুশ্রূষা ফুলজান। তাই অভুক্ত সন্তানের প্রতি দায়িত্বের ব্যাপারে রহিমের থেকে ফুলজানের দায়িত্ব-কর্তব্যই এখানে বড় হয়ে উঠেছে। যন্ত্রণার সমস্ত দায়ভার নিজে সে গ্রহণ করে। হতাশ না হয়ে রহিমকে সান্তনা দেয়। ফুলজানের সঙ্গে রহিমের কথোপকথনে একথা জানতে পারা যায়। বিয়ের পর রহিমের জীবনে সুখ আসে ফুলজানের উপস্থিতিতেই। তবু রহিমের এই তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত অনুচিত বলেই মনে হয়।

আকালের যন্ত্রণা শুধু রহিমকে কষ্ট দেয়নি, ফুলজানও সেই একই যন্ত্রণার ভাগীদার। সেই যন্ত্রনা ভাগ করে নেওয়ার দায়িত্ব ছিল দুজনেরই কিন্তু নাটকে তা হয়নি। রহিম একতরফা ভাবেই তালাকের সিদ্ধান্ত নেন, ফুলজান অসহায় হয়ে ভেঙে পড়েন-

> "কোনটা কল্ল। তার চায়া মারি ফ্যালাও - মারি ফ্যালাও।"[২]

ফুলজান আর পাঁচটা নারীর মতোই ধর্মনিষ্ঠ নারী। ধর্ম সম্পর্কে তার জ্ঞান সামান্য। ভুল শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান নিয়ে ধর্মের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠায় বজায় রাখার চেষ্টা করে। এর ফলে রহিমের তালাক দানের পর সে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। বলে-

> "ঘর আর মর ত' নয়।"[৩]

নাটকের সূচনায় ফুলজানের অনুপস্থিতি থাকলেও ধীরে ধীরে তার উপস্থিতি নাটকটিকে অন্যমাত্রা ফুটিয়ে তুলেছে। বিভিন্ন আঘাতে ফুলজান দীর্ণ হয়ে পড়লেও ছেঁড়াতার নাটকে তার গুরুত্ব অনেকটাই। ফুলজান দ্বন্দ্বময় জীবনচর্চার সংঘাতে ম্লান, সন্তানকে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাকে অনেক বেশি উজ্জ্বল করে তুলেছে। তার চরিত্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্ব মুহূর্ত দেখা যায় যখন রহিমকে ভালোবাসা সত্ত্বেও কাছে পেয়ে ধর্মীয় কারণে হাদীজের ভয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে সে পারেনি-

> "রহিমের কথায় ফুলজানের বুকের ভিতর মুচরে উঠতে লাগলো। কথা ক'য়ে পাছে হাদীজ খেলাপ হয়, সেই ভয়ে দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে রইল।"[৪]

একদিকে ধর্মের প্রতি তার ঐকান্তিক নিষ্ঠা অন্যদিকে রহিমের প্রতি গভীর ভালোবাসা এই দুইয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে ক্ষতবিক্ষত। তবুও তার কাছে প্রেমই বড় হয়ে ওঠে। শাস্ত্রের অন্তরালে প্রেমকে ফিরে পাওয়ার জন্য সে ঈঙ্গিত। রহিম বারবার এই কঠিন সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা আক্রান্ত ও ক্ষতবিক্ষত। হাকিমুদ্দির মত ধূর্ত মানুষের দ্বারা আক্রান্ত হয়েও বারবার প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করে। প্রথমপর্বে সে প্রতিবাদ করে জয়ী হলেও দুর্ভিক্ষের কারণে দুর্বল হয়ে উঠে। যদিও ফুলজানকে সে তালাক দেওয়ার পর বলে-

> "অ্যাঁয় যেমন কায়দা করি মাইরবার চায়, মুইও বুদ্ধি করি বাঁইচমো। তুই আর মোর জরু নইস্-লঙ্গরখানায় যা-যেইঠে যা-দুইটা মাস জান বাঁচেয়া রাখ-বছিরক্ নিয়া মুই এলায় চলি যামো-উয়াক্ বাঁচামো-"[৫]

অর্থাৎ দেখা যায় রহিমের দুর্বলতা তার শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে আর আর্থিক দিক থেকে অসহায়তার কারণেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই কারণেই সে ফুলজানকে তালাক দিয়ে হাকিমুদ্দির প্রতিবাদ করে উঠে। শেষ পর্যন্ত তা হয়ে উঠে না, ফুলজানের সঙ্গে বিচ্ছেদ হতে বাধ্য হয়। পরবর্তীকালে ফুলজানকে পুনরায় গ্রহণের জন্য নিকা করিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটি নিয়ে আসা হলে সে কানা ফকিরকে মানতে পারেনা ফুলজানের নিকার ব্যাপারে। আসলে ফুলজানের প্রতি তার ভালোবাসা অন্তরের অন্তস্থল থেকে প্রস্ফুটিত। যার কারণেই সে বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি।

মধুসূদন দত্তের "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" প্রহসনে ভক্তপ্রসাদের ধূর্ততা হাকিমুদ্দির তুলনায় কম তীব্র। আসলে মধুসূদনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমকালীন আচার সর্বস্বতার প্রতিনিধি ঈশ্বরনাম জপকারী ভক্ত প্রসাদের নৈতিক অধঃপতন কে তুলে ধরা। ভক্তপ্রসাদের ক্ষেত্রে পরের সম্পত্তি গ্রাস করা, নারীর লোলুপতার চিত্র স্পষ্ট। কিন্তু ছোট প্রহসনে তার চরিত্র বিস্তৃতি সম্ভব হয়নি। ছেঁড়াতার নাটকটি তিন অঙ্কের হওয়ায় হাকিমুদ্দি চরিত্র অনেকটাই প্রসারিত হয়েছে। তার চরিত্রের প্রতিটি দিক ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে। নিজ স্বার্থে আঘাতকারীকে নানা বিপদে সে ফেলেছে। এমনকি রহিমকে ডাকাতির মামলায় বিপর্যস্ত করেছে।

তুলসী লাহিরির ছেঁড়াতার নাটকে দ্বন্দ্ব ও নাট্যিক বৈচিত্র্যময়তা সূচিত হয়েছে রহিমের জীবনে হাকিমুদ্দির উপস্থিতিতে। রহিম নাটকে শোষিত শ্রেণীর প্রতিনিধি। এখানে একদিকে যেমন হাকিমুদ্দির শোষণের চিত্র স্পষ্ট তেমনি রহিম ও ফুলজানের প্রেমের চিত্র নাটকটিকে অন্য মাত্রা প্রদান করেছে। নাটকটিতে নাট্যকাহিনীর সঙ্গে মন্বন্তরের যোগস্থাপন গ্রামীণ সূত্রে নানাভাবে বিধৃত। সাধারণ কৃষক শ্রেণির প্রতিনিধি গোবিন্দ, শ্রীমন্তর মতন মানুষরা ধান নিতে যায় হাকিমুদ্দির কাছে। এই চিত্র বাংলার কৃষক শ্রেণীর কাছে পরিচিত। আবার এই মন্বন্তরের কারণেই ঘটে রহিম ও ফুলজানের বিচ্ছেদ।

ছেঁড়াতার নাটকের সমাপ্তি অংশ লক্ষ্য করলে দেখা যায় রহিমের মৃত্যু নাটকটিকে একটি অন্যমাত্রা বহন করেছে। ফুলজান সেই মৃত্যু যন্ত্রণায় চুরমার হয়ে যায়। হঠাৎই স্বামীকে হারিয়ে প্রেমিককে হারিয়ে সে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। তার চাওয়া পাওয়ার আর কিছুই থাকেনা। নাটকটির পরিসমাপ্তি ফুলজানের এক যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই ঘটে। ফুলজান বলে-

"জুড়াইছে? জুড়াইছে? আল্লা অ্যাঁয় কি জুড়াইছে?"[৬]

সুতরাং সার্বিকভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় এক ভয়ানক পরিস্থিতি নাটকে মুখ্য হয়ে ওঠে। কেউ গ্রামে না খেয়ে মরে আবার কেউ শহরে ছুটে খাদ্যের আশায় প্রভৃতি চিত্র এখানে স্পষ্ট। তুলসী লাহিড়ী ছেঁড়াতার নাটকে মন্বন্তরের পটভূমিকে প্রয়োগ করে ব্যক্তির সংকটকে প্রাধান্য দিলেও সুকৌশলে রহিম ও ফুলজানের প্রেমের চিত্রকে বড় করে তুললেন। যেখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাদের ব্যক্তি-সঙ্কট, ছোটখাটো চাওয়া-পাওয়া ও তাদের ভালোবাসা। আর তাই নাটকটি উদ্দেশ্যমূলক হয়েও রহিম ও ফুলজানের প্রেমের চিত্র ব্যক্তিসংকটের মধ্য দিয়ে নতুন মাত্রা পায়। দুর্ভিক্ষ এখানে চিত্রায়িত হলেও প্রাধান্য পেয়েছে রহিম ফুলজানের প্রেম এবং শেষ পর্যন্ত আকাল থেমে গেলেও রহিম ফুলজানের সংকট নাটকটিকে পরিণতি দিয়েছে। এই সংকট ব্যক্তিসংকট। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ মূল কারণ হলেও রহিম ফুলজানের প্রেম তার মধ্য দিয়ে শিল্পিত রূপ পেল।

তথ্যসূত্র:

১. গোস্বামী, সনাতন সম্পাদনা। তুলসী লাহিড়ী-র ছেঁড়াতার। ষষ্ঠ সংস্করণ- আশ্বিন ১৪১৩/অক্টোবর ২০০৬, প্রকাশক-জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৯, পৃ. ৫১।
২. তদেব, পৃ. ৯৪।
৩. তদেব, পৃ. ৯৫।
৪. তদেব, পৃ. ১১৮।
৫. তদেব, পৃ. ৯৪।
৬. তদেব, পৃ. ১২০।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. গোস্বামী, সনাতন সম্পাদনা। তুলসী লাহিড়ী-র ছেঁড়াতার। ষষ্ঠ সংস্করণ- আশ্বিন ১৪১৩/অক্টোবর ২০০৬, প্রকাশক-জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৯।
২. ভোজ, মনোজ। শাস্ত্রে প্রেমে যন্ত্রণায় ছেঁড়াতার। দ্বিতীয় পরিবর্তিত সংস্করণ- বইমেলা ২০১২, প্রকাশক-বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৯।

৩. ঘোষ, জগন্নাথ সম্পাদনা। তুলসী লাহিড়ীর ছেঁড়াতার। পুনর্মুদ্রণ -জুলাই ২০১৭, প্রকাশক- প্রজ্ঞা বিকাশ, ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৯।
৪. ঘোষ, অজিত কুমার। নাটকের কথা। সংশোধিত পঞ্চম সংস্করণ মাঘ ১৪১২, প্রকাশক- সাহিত্যলোক, ৫৭- এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা ৬।